ব্যারিকেড

ভিক্টর হুগো

ব্যারিকেড আর খোয়া— পাথরের মাঝে
যেখানে শুদ্ধ শোণিত ধুইয়ে দেয় রক্তের নোংরা দাগ...
ধরা পড়ল একটি বছর বারোর ছেলে
আরো কিছু মানুষের পাশাপাশি।
— তুইও কি ওদের দলে নাকি রে ছোঁড়া?— আমরা সবাই, বলল সে ছেলে
— বেশ, অফিসার বলে, তাহলে গুলি খেতে হবে
— দাঁড়া তোর পালাও আসবে— ছেলেটি দেখল বন্দুকের ঝলকানি
আর তার সাথীরা এলিয়ে পড়ল দেওয়ালের গায়ে।

সে অফিসারকে বলে আমি যেতে পারি
ঘড়িটা নিয়ে আমার বাড়ি, মাকে দিয়ে আসতে?
ও তুই পালাতে চাস? — না, আমি ফিরে আসব
বদমাশগুলো ভয় পেয়েছে— কোথায় থাকিস তুই?
সেই সেখানে, ওই ফোয়ারার পাশে। আমি ঠিক আসব ফিরে
ক্যাপ্টেন মহাশয়
— ভাগ হতচ্ছাড়া! — ছেলেটি চলে যায়
যত্তোসব গোদা চালাকি!
অফিসারের অট্টহাস্য স্ফীত হয় সৈন্যদের যোগদানে
মানুষের মৃত্যু-আর্তনাদ মিশে যায়
সেই শব্দের উদগীরণে

কিন্তু হাসির সে ফোয়ারা থমকে যায়, সহসা
কারণ— চমকে দিয়ে আবার যে হাজির সেই বিবর্ণ বালক...
অনেকটা ভিয়ালার মতো গর্বিত
এসে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়ায় আর বলে ওঠে
এই যে আমি।

তাই তো নির্বোধ মৃত্যু লজ্জায় মুখ ঢাকে
আর বাক্‌রুদ্ধ উর্দি দীর্ঘশ্বাসে বলে —
তুমি চলে যাও।

অনুবাদ ঃ পার্থ মুখার্জী
প্যারি কমিউনকে দমন করতে ফরাসি শাসক শ্রেণির নির্মম অত্যাচার প্রত্যক্ষ করেছিলেন ভিক্টর হুগো। ১৮৭৪ সালে লেখেন কবিতাটি।